ভোরের কাগজ
FEB 24 2001

মহিলা মাদ্রাসা বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক

নারীর ক্ষমতায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা

কাগজ প্রতিবেদক : 'নারীর ক্ষমতায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা দেশে মহিলা মাদ্রাসা বৃদ্ধির হারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এতে দেশে মৌলবাদীদের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। শিক্ষার হার বাড়লে ফতোয়াসহ কুসংস্কার দূর হবে বলে সভায় বক্তারা জানান।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কমিটি (এনসিবিপি) ও বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় ফতোয়া থেকে শুরু করে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ দিন দিন যে হারে বাড়ছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেক। এ ছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন জাহানারা হক, এম আর মাহবুব, কামাল লোহানী, মালেকা বেগম, সেতারা মুসা, এবিএম মুসা, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মাহফুজ উল্লাহ এবং স্থানীয় সাংসদ আলহাজ মকবুল হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এনসিবিপির চেয়ারপারসন সালমা খান।

সভায় বক্তারা নারীদের বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধিকহারে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন এনজির সে ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সভায় বক্তারা বলেন, ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় ঠিকই হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে যে, ফতোয়াটা যারা অশিক্ষিত তাদের ওপরই দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে গিয়ে জনগণকে এই রায় সম্পর্কে অবহিত করার ওপর বক্তারা জোর দেন। ধর্মকে পাশে রেখে সেটার সঠিক ব্যবহারের কথাও সভায় বলা হয়।

মৌলবাদীদের প্রাধান্য প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, এদের প্রতি এখন থেকে সচেতন না হলে দেখা যাবে যে, এমন একদিন আসবে বাংলাদেশের মেয়েদের অবস্থা আফগানিস্তানের মেয়েদের মতো হয়ে যাবে।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রম সংযুক্ত ছক অনুযায়ী সুপারিশমালা প্রণয়ন হয়।